শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষারীতি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষারীতি

ড. সেখ সাব্বির হোসেন

ANWESHAKSHAR PUBLISHERS
KOLKATA

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষারীতি

MITRAKSHAR PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষারীতি

ড. সেখ সাবির হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রাজা নরেন্দ্রলাল খান উইমেন্স কলেজ (অটোনোমাস)

MITRAKSHAR PUBLISHERS

AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

1st Published on 20th May, 2024
By
Amitrakshar™
Publishers
Kolkata-700068
Copyright © reserved by Dr. Sk. Sabbir Hossen
ISBN: 978-93-6008-327-4
(Hardback)
Price : 350.00
Title of the Book:
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষারীতি
(Shardindu Bandyopadhyayer Oitihashik Romanser Vasariti)
লেখক : ড. সেখ সাব্বির হোসেন
Author – Dr. Sk Sabbir Hossen
Language: Bengali
Publisher and Type setter:
Author Typeset in AVRO BANGLA
Page No.: 117
Printed by: M. Enterprises
Website: www.amitrakshar.co.in
Email id: amitraksharpublishers@gmail.com
Phone number: 9735768900
Published by:

Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata -700068
City Office: Maghlaya Apartment, Dum Dum, 6 Jossore Road,
Kolkata-700028
All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any Form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.
This is a work of Fiction. The characters, places, organisations and events described in this book are either a work of author's imagination or have been used fictitiously. Any resemblance to people, living or dead, places, events, communities or organisations.

অধ্যাপক লায়েক আলি খান
শ্রদ্ধাস্পদেষু

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

ভাষাবিজ্ঞানের আঙিনায় (দ্বিতীয় সংস্করণ, পত্রলেখা পাবলিশার্স, কলকাতা)
এই তো তোমায় পাওয়া (সম্পাদিত) কবিতিকা, মেদিনীপুর

সূচিপত্র

কথামুখ *ix*

পূর্বাভাস *xii*

নিবেদন *xiv*

প্রথম অধ্যায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্স ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোমান্স কী ও রোমান্স সৃজনে ভাষার গুরুত্ব, শরদিন্দুর ভাষাশৈলী ভাবনা, শৈলীর ধারণা ১৮

তৃতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষায় ধ্বনিগত, রূপগত ও শব্দগত কৌশল ৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

রোমান্সের বাগ্‌বিন্যাসে শরদিন্দুর কৃতিত্ব ৫৩

পরিশিষ্ট ৭১

গ্রন্থপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা ৯৬

"আপনার সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য এবং কল্পনা শক্তি দুইই আছে - এই দুয়ের সঙ্গে আপনার মনের যে এক ধরণের romantic প্রবৃত্তি আছে ভারতের অতীতকে, হিন্দু ক্ল্যাসিক্যাল বা বৌদ্ধ romantic ভাবরূপকে পুনরুদ্ধার করিবার যে কবিত্বময় স্পৃহা আছে, তার পরিচয় পাইয়া আমি বড় খুশী হইয়াছি ঐ স্বপ্ন আমারও আছে। এপিক যুগের ভারতের চিত্র আমরা পুরাণ সাহিত্যে বড় কম পাইয়াছি। কিন্তু এই বৌদ্ধ হিন্দু ক্ল্যাসিক্যাল যুগের যে পূর্ণতর ভারতীয় সভ্যতা, তাহার জীবন্ত চিত্র কাব্যগত হয় নাই। আপনার গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, আপনি এ যুগের সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষার্থীর মত অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাহার উপর আপনার যে রোমান্স রচনার শক্তি আছে, তাহাতে আশা হয় আপনি potboiler জাতীয় সাহিত্য কর্ম ত্যাগ করিলে এই দিকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের একটা অভাব মোচন হইবে।"

মোহিতলাল মজুমদার
(শরদিন্দু অম্নিবাস দ্বাদশখণ্ডের 'চিঠিপত্র'
অংশ থেকে গৃহীত)

কথামুখ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি-সম্ভার বাংলা পাঠকের কাছে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের জগৎ। সে জগতে আছে অনেক বৈচিত্র্য। তা রহস্য-রোমাঞ্চ, রোমান্সের রং, অতীতকালের মোহমায়া, কৌতুক প্রভৃতির সম্ভার। কল্লোলের কালের তরুণ স্রষ্টাদের সমবয়সী হয়েও শরদিন্দু কল্লোলীয় অথবা শনিবাসরীয় গোষ্ঠীর ছিলেন না। ছিলেন একেবারে স্বকীয় পথের পথিক। 'সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি' নয়, 'চন্দ্রের মাধুর্য' ছিল তাঁর অবলম্বন। অর্থাৎ সোচ্চার বিষয় নয়, রস বিষয়ই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। বিচিত্র স্রষ্টা হলেও সবকিছুর মধ্যে ইতিহাসের বিষয় নিয়ে লিখে তিনি সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত হতেন। তাঁর উপলব্ধি—ইতিহাসের বিষয় নিয়ে লিখে, 'মনে কেমন একটা সেন্স অব ফুলফিলমেন্ট হয়'। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্পের সংখ্যা সতেরো, উপন্যাস পাঁচ। উপন্যাসগুলি কালক্রম অনুসারে – 'কালের মন্দিরা' (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), 'গৌড়মল্লার' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), কুমারসম্ভবের কবি' ' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ), 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৩৭২ বঙ্গাব্দ)। এইসব উপন্যাসে ইতিহাসের সত্য আর কল্পনার সৌন্দর্য মিশে গিয়ে সৃষ্টি করেছে অপূর্ব রোমান্স রস।

'কালের মন্দিরা' গুপ্তযুগের বীরশ্রেষ্ঠ রাজা স্কন্দগুপ্ত চরিত্রকে কেন্দ্র করে এক কল্পরাজ্যের আখ্যান। 'গৌড়মল্লার'-এ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়বঙ্গে শতাব্দ ব্যাপী মাৎসন্যায়, ইতিহাসের উপাদানে, লেখকের কল্পনায় যেন অভিনীত হয়ে যায় পাঠকের চোখে। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' চেদীরাজ কর্ণদেব ও বাংলার পাল সম্রাটদের কালের ছায়ায় রচিত অভিনব কল্পলোক। 'কুমারসম্ভবের কবি' যে কালিদাসের কিংবদন্তীর সঙ্গে 'অনুরূপ কল্পনা' মিশিয়ে সৃষ্ট, তা এই কাহিনীর পূর্বরূপ 'কালিদাস' চিত্রনাট্যের প্রারম্ভে লেখকই জানিয়েছেন। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও কাহিনী মূলত লেখকের স্বকপোলকল্পিত। বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য সেই সত্য নির্ভর কল্পনায় মনোরম। সব ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসেই কল্পনার মায়াবী শক্তিতে রোমান্স-রস গাঢ় হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদারও সেই অভিমত দিয়ে বলেছেন, 'শরদিন্দুর প্রতিভায় কাহিনীতে রোমান্স-রস বা ইতিহাসের যাদু চরমে উঠেছে'। রোমান্স-রস সৃষ্টির জন্য ঔপন্যাসিক যে যথেষ্ট প্রয়াসী ছিলেন, তা 'কালের মন্দিরা' রচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়। ১৯৩৮ এ শুরু করার পর এই উপন্যাসটি দীর্ঘদিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকে। আবার লেখা শুরু হয় ১৯৪৮ সালে। তখন তার মনে হয়, 'আমার সে-মন গেছে বহুক্ষণ আমার এ-মন ফেলে'। তবে গল্পের কাঠামোটি ভোলেননি বলে তার ওপর নতুন করে রং ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ভাবেন, 'জানিনা, রোমান্সের রঙ আগের মতো ফলিবে কিনা'।

রোমান্সের অত্যুঙ্গ শিখর ছুঁতে লেখকের সোপানটি ছিল অবশ্যই ভাষা, তাঁর মোহময়ী ভাষার ভেলায় আমরা অনায়াসে সুদূর পূর্বকালে পৌঁছে যাই। যে কাল আমাদের কাছে অসম্ভব, অবাস্তব না হয়েও অভিনব কল্পলোক। কারণ, তিনি 'সত্যের ওপর কল্পনার প্রলেপ দিয়ে, নতুন চরিত্র ও ঘটনা' তৈরি করে নিতে পারতেন। ভাষার নিপুণ ও সজাগ শিল্পী ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে শরদিন্দু নিজে জানিয়েছেন, 'বাতাবরণ' বিশেষ করে 'ঐতিহাসিক বাতাবরণ' সৃষ্টি কিভাবে করা যায় তা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে শিখেছেন। হারিয়ে যাওয়া কালের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, অস্ত্র-শস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, বাড়ি-ঘর ইত্যাদির খুঁটিনাটি বিষয় ফুটিয়ে তুলতে ভাষাটি যে মুখ্য অবলম্বন তা বুঝেছিলেন। সেই বোধের কারণেই ইতিহাসের আখ্যান রচনা করতে গিয়ে ইতিহাসের কোনো চরিত্র মাত্রকে নিয়ে, সেই কালের ইতিহাসলব্ধ পরিবেশ পরিমণ্ডলের ধারণাকে অবলম্বন করে তিনি কল্পনার মায়াজাল বিস্তার করেছেন। এভাবেই কিছু বাস্তব ও বেশি কল্পনা মিশেছে। চেনা মুখ্য চরিত্র, অসংখ্য অচেনা অগৌণ চরিত্রের সঙ্গে ঘটনার বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। আশ্চর্য কৌশলে তিনি জীবন-ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রেখেও সুদূর এক অন্য 'Courtly World' – এর স্বাদ দিয়েছেন। দিয়েছেন ব্যাপ্ত বিশাল অভিনব ঘটনাবর্ত এবং প্রেম, এডভেঞ্চার প্রভৃতির অলব্ধপূর্ব আনন্দ। দিয়েছেন অধরা সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় বেদনার উপলব্ধি। সব উপন্যাসেই অতীতের পটভূমি, যথাযথ পরিবেশ, যুগ বৈশিষ্ট্যবাহী চরিত্র ও চরিত্রের সংলাপ—সবই নিপুণ দক্ষতায় ভাষাসজ্জায় সম্ভব হয়েছে। সাধারণভাবে ইতিহাসাশ্রিত লেখার বাইরে ভিন্ন ধরণের লেখাতেও শরদিন্দু ভাষার যাদুতে শুধু শরীরী বর্ণনা থেকেই মানুষটি কোন চরিত্রের তা চিনিয়ে দিতে পারতেন। আবেগে মাখো মাখো ভাষা না দিয়েই জাগাতেন আবেগ। বুদ্ধির কসরতি না রেখেও দিতেন বুদ্ধির দীপ্তি। চটুলতায় না গিয়েও জাগাতেন কৌতুকরস। চমকের সচেতন চেষ্টা না করেও পারতেন চমক দিতে। সাধারণ বিবরণেই আনতে পারতেন টানটান শিহরণ। এসব নৈপুণ্যের সঙ্গেই ঐতিহাসিক রোমান্সগুলিতে ভাষার কৌশলে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাতেও গড়ে তুলতে পেরেছেন কল্পনার মায়াপুরী। মাটি ছুঁয়ে থেকেও এনে দিয়েছেন সুদূরলোকের সংবাদ। আশ্চর্য বাক্যমালায় চোখের সামনে ফুটে উঠেছে অতীত সৌন্দর্য, রোমাঞ্চকর পরিবেশ, ঘটেছে সংঘাত-সংকুল ঘটনা। অথচ ইতিহাসের সংবাদ কোথাও অবিশ্বাস্য মনে হয় না। চরিত্রগুলি এমনভাবে জীবন্ত হয়েছে, মনে হয় একেবারে এমনটি ছিলেন সেই ঐতিহাসিক মানুষটি। যেমন, 'কালের মন্দিরা'- তে মগধরাজ স্কন্দগুপ্তের দেশপ্রেম ও বীরত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেভাবে তিনি ফুটিয়েছেন, তার চেয়ে ইতিহাসসম্মত করে আর কী ফুটিয়ে তোলা সম্ভব!

এই তুলনারহিত ভাষারীতির প্রকৃতিটি বিশ্লেষিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ বইয়ে। খেয়ালখুশি মতো নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। সেই দশম শতাব্দীতে বক্রোক্তিবাদের মধ্য দিয়ে আচার্য কুন্তক সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করেছিলেন বর্ণ থেকে সমগ্র সৃষ্টিটির ঊর্ধ্বমুখী বিশ্লেষণে।

হাজার বছর পরে বহুদূরে প্রতীচ্যে, হয়তো সংযোগহীন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সদৃশ, সাহিত্যকে প্রায় একইভাবে বিচারের পদ্ধতি গড়ে উঠেছে শৈলীবিজ্ঞানের (stylistics) মাধ্যমে। ভাষাবিজ্ঞান নির্ভর এই বিচার পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে ধ্বনিস্তর থেকে রূপস্তর, শব্দার্থতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও আন্বয়িক স্তর পেরিয়ে সামগ্রিক অখণ্ড বিচার প্রক্রিয়ায় সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করা হয়। ভাষা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই শিল্প সার্থকতা বোঝার, সৃষ্টির প্রাণ ছোঁয়ার চেষ্টা হয়। এই বিচার পদ্ধতি ব্যক্তিগত আবেগ-বিবশতা ও ভাব-উচ্ছ্বাস এবং একান্ত নিজের ভালোলাগা মন্দলাগা থেকে মুক্ত নৈর্ব্যক্তিক হয়েও, ব্যক্তিক সাহিত্য রস, আস্বাদনের পথও খোলা রেখে দেয়। একাধারে ভাষা বিশেষজ্ঞ ও অন্যধারে রসজ্ঞ সেখ সাব্বির হোসেন এই দুরূহ বিচার-প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে সাফল্য পেয়েছেন। তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী পাঁচটি ঐতিহাসিক রোমান্সের রোমান্স-রস সৃজনে ভাষার কারিগরি সূক্ষ্ম কৌশলগুলি পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষণে তা উন্মোচন করেছেন। যা একদিকে যেমন স্রষ্টার আশ্চর্য লিখন-কৌশলের সূত্রটি স্পষ্ট করে, তেমনি অন্যদিকে তাঁর সৃষ্টির রহস্য বোঝার ও গভীরতল ছোঁয়ার সহায়ক হয়। এ কারণেই বাংলা সমালোচনা-বইয়ের জগতে এই বইটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

ড. বাণীরঞ্জন দে
প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
অতিথি অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্বাভাস

ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের 'আশ্রয়' ইতিহাস বা ঐতিহাসিক পটভূমি, কিন্তু তার 'বিষয়' ইতিহাস নয়। ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের বিষয় আখ্যানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আশ্রয় ও বিষয়ের এই পার্থক্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আশ্রয় হল তা-ই, যার উপর আখ্যানটি সমস্ত দিক থেকে নির্ভর করে; শব্দটির মূলে 'শ্রি'-ধাতু আছে, যার অর্থ 'নির্ভর করা'। আর বিষয় হল সেটাই, যা পাঠককে রচিত আখ্যানের সঙ্গে সাংবেদনিকভাবে বেঁধে রাখে; শব্দটির মূলে 'ষি'-ধাতু আছে, যার একটি অর্থ 'বেঁধে রাখা'। ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের আশ্রয় ও বিষয়ের এই প্রভেদ সম্যকভাবে উপলব্ধ না-হওয়ার ফলে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গল্প বা উপন্যাসে পাঠক ভুল করে ইতিহাসের অনুপুঙ্খতা খোঁজেন এবং অন্য দিকে প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসের বইতে উপন্যাসের রমণীয়তা খোঁজেন। ভুল জায়গায় ভুল জিনিস খুঁজলে কোনোদিন কিছুই পাওয়া যায় না। ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের রচয়িতা রসের কারিগর, প্রাপ্ত উপাত্তের যথাসম্ভব পরিবেশনা নিশ্চয়ই তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, সেই রচনা রসোত্তীর্ণ কি না। নীরস তথ্যের ভ্রান্তিহীন সমাবেশ ঘটালেই তা সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে না। তার জন্য লেখক ও পাঠকের মন রসস্নিগ্ধ হয়ে ওঠা প্রয়োজন।

হিস্টোরিকাল ফিকশন ও ফিকশনাইজড হিস্ট্রির মধ্যেও আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। ফিকশনাইজড হিস্ট্রিতে ইতিহাসই প্রধান। ইতিহাসকে সেখানে শুধু গল্পের মতন করে বলা হয়। অন্য দিকে হিস্টোরিকাল ফিকশন হল সেই সাহিত্যিক আখ্যান, যা প্রধানত রসাশ্রয়ী। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এসব আখ্যান সেইসব মানুষের কথাই বলে, যারা ইতিহাসে উপেক্ষিত বা অনুল্লিখিত। ইতিহাসের প্রখ্যাত নায়ক এখানে পার্শ্বচরিত্রের মর্যাদা পায় প্রায়শই, কাহিনির কেন্দ্রভাগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই সব নারী ও পুরুষের চরিত্র, যারা ঐতিহাসিক প্রতিবেশে স্থাপিত হয়েও অন্তিমতঃ লেখকের কল্পনাপ্রতিভার সৃজন।

বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের প্রবাদপ্রতিম প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়দের সুযোগ্য উত্তরসূরী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস তথা আখ্যানগুলি প্রকৃতই হিস্টোরিকাল ফিকশন; তাদের আশ্রয় ইতিহাস হলেও তাদের বিষয় প্রণয়, রোমান্স, রিরংসা, বীরত্ব এবং অন্যান্য মানবীয় আবেগ।

ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের ভাষা কেমন হবে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের কাহিনি পরিবেশনে সেই ভাষার সংরূপ কীভাবে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন... এ সকল জরুরি বিষয়ে শরদিন্দুবাবুর গভীর গবেষণার প্রমাণ তাঁর রচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ইতিহাস, ভূগোল,

মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণও দেয় তাঁর রচনা। আর সর্বোপরি তাঁর পরিণত কথন-কৌশল, কতটা বলতে হবে আর কোথায় থেমে যেতে হবে, এ বিষয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতা অপ্রতিম। যত দিন যাচ্ছে, ততই বাংলা সাহিত্যের পাঠকবৃন্দের নির্মল চিত্তাকাশে শরদিন্দু ক্রমশঃ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন। আগামী ভবিষ্যতে এই শরৎশশীর বিভা আরও দূরবিসর্পিত মানসক্ষেত্রে জ্যোৎস্নাসুধা বিতরণ করে চলবে বলেই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

এই তো সময়, যখন তাঁর ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের মধ্য থেকে চিন্তন ও মননের বিষয়সমূহকে অন্বেষণ করে পাঠকসম্মুখে প্রস্তাবিত করা চাই। কিন্তু সেই কাজ তো সহজ নয়। তা প্রভূত পরিশ্রমসাপেক্ষ। কেবল আবেগতাড়িত হয়েও এ কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। আশার কথা, এক্ষেত্রে কাজটির দুরূহতা গবেষক ড. সেখ সাব্বির হোসেন-কে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষারীতি নিয়ে যে-শ্রমসাধ্য গবেষণা-সন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছেন, তার অনন্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও গভীরতা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

গবেষক এই মূল্যবান সন্দর্ভে ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষায় ধ্বনিগত, রূপগত ও শব্দগত কৌশল নিয়ে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা তো করেছেনই, কিন্তু সে-আলোচনায় নিমজ্জিত হওয়ার আগে তিনি রোমান্স কী এবং রোমান্সের রস পরিবেশনায় ভাষাশৈলীর গুরুত্ব নিয়ে যথাযথ আলোচনাও করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল রচনা থেকে বহু অংশ উৎকলন করার ফলে সমগ্র গবেষণাটি শরদিন্দু-সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্রায়তন অথচ অব্যর্থ প্রবেশকের দায়িত্ব পালন করবে বলেই আমার সশ্রদ্ধ অনুমান।

ড. সেখ সাব্বির হোসেনের এই মূল্যবান সাহিত্যকর্মটি যথাযোগ্য সমাদর পাক, ভগবচ্চরণে এই ঐকান্তিক প্রার্থনা করি।

সন্মাত্রানন্দ
০৮/০৭/২০২৪

নিবেদন

শরদিন্দুর প্রতি ভালোলাগা আমার আকৈশোর। এই ভালোলাগা প্রথম জন্মায় ব্যোমকেশ পড়ে। ঝক্‌ঝকে ভাষায় তিনি এমনভাবে লিখতেন যার টান পাঠক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারত না। পারিনি আমিও। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর লেখালেখিগুলো আজও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। অথচ এই লেখককে নিয়ে আজও সে ধরণের কোনো বড় গবেষণা হয়নি। এই অভাব থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য বিষয় হিসেবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেছে নিয়েছিলাম। গোয়েন্দা শিল্পী শরদিন্দু নন, ঐতিহাসিক রোমান্স (মূলত উপন্যাস) স্রষ্টা শরদিন্দুর ভাষাশৈলীর পরিচয় গ্রহণের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই গ্রন্থ। বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি আঙ্গিক নির্মাণে ও ভাষার বুননে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন শরদিন্দু। তিনি উপন্যাসের গঠন ও তার ভাষা নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা করেছেন। এই বই আমার এম. ফিল. গবেষণাপত্রের হুবহু মুদ্রণ নয়, বলাবাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে আমরা চারটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি।

প্রথম অধ্যায় : 'শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্স'। এই অধ্যায়ে শরদিন্দুর ব্যক্তি.জীবন প্রসঙ্গ ও ঐতিহাসিক রোমান্সগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'রোমান্স কী ও রোমান্স সৃজনে ভাষার গুরুত্ব, শরদিন্দুর ভাষাশৈলী ভাবনা, শৈলীর ধারণা'। এই অংশে রোমান্সের সাধারণ ধারণা, রোমান্স সৃজনে ভাষার গুরুত্ব যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনই শরদিন্দুর ভাষাশৈলী ভাবনা ও শৈলীর প্রাথমিক পরিচয় দেওয়ারও চেষ্টা আছে। তার মানে একথা আমাদের প্রতিপাদ্য নয় যে, রোমান্স সৃজনের বাগ্‌ভঙ্গি ও ভাষাশৈলী তত্ত্বগতভাবে অবগত হয়ে শরদিন্দু তাঁর রোমান্স রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বরং আমরা ঠিক একথার বিপরীত বিষয়ই ধরতে চাই। অর্থাৎ, শরদিন্দুর ভাষশৈলীতে বাগ্‌ভঙ্গি ও উচ্চারণে ধ্বনির ব্যবহার ও শব্দের বিন্যাসে যে আশ্চর্য অনুভূতির জগৎ তৈরি হয় তাকে ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষা বলেই বুঝতে পারি। যেমন পারি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বা গানে।

তৃতীয় অধ্যায় : 'ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষায় ধ্বনিগত, রূপগত ও শব্দগত কৌশল'। বাক্যের মধ্যে রোমান্স সৃষ্টিতে একই ধ্বনির একাধিকবার ব্যবহার, যুক্ত ব্যঞ্জনের অধিক প্রয়োগ, স্বরধ্বনিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উপন্যাসগুলিতে। আবার কোথায় ধ্বনিপরিবর্তন, অপিনিহিতি, সমীভবনের ব্যবহার ও বিশেষ ধ্বনির ব্যবহার কীভাবে হয়েছে তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। শরদিন্দুর উপন্যাসের শব্দচয়ন অনন্য। ধ্বন্যাত্মক শব্দ,

বিশেষণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার দেখা যায়। শব্দের বিশেষ অর্থ, তার প্রয়োগ, বিশেষ শব্দের ব্যবহার, সর্বনামের ব্যবহার, উপসর্গের ব্যবহার ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা তথ্য আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায় : 'রোমান্সের বাগ্‌বিন্যাসে শরদিন্দুর কৃতিত্ব'। শিল্পপূর্ব স্তরে বাক্যের স্বাভাবিক গঠনকে লেখক বহুবিধ উপাদানের দ্বারা সংবর্তন (Transformation)-এর মাধ্যমে শিল্পিত রূপে উপস্থিত করেন। যার ফলে বাক্য নতুন রূপে প্রতিভাত হয়। লেখক প্রমুখণ, বিচ্যুতি, সমান্তরালতা, পুনরুক্তি প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে বাক্য নতুনভাবে নির্মাণ করে থাকেন। শরদিন্দুর উপন্যাসগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা শৈলী নির্ধারক নানা মাত্রা— প্রমুখণ, বিচ্যুতি, সমান্তরালতা, পুনরুক্তি-র ব্যবহার কীরূপ তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। নঞর্থক বাক্যের বিশেষ ব্যবহারও আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত। সংসক্তি(Cohesion)র আলোচনা এই অধ্যায়ের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। সংসক্তির বিভিন্ন মাত্রাগুলো কীভাবে উপন্যাসগুলোতে ছড়িয়ে আছে এবং শৈলী নির্ধারক এই সকল মাত্রাগুলোর ব্যবহার কতটা যথাযথ হয়েছে তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে ১. শরদিন্দু জীবনপঞ্জি, ২. মানচিত্রে ধরা আছে তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্সের ভৌগোলিক ক্ষেত্রগুলি, ৩. ঐতিহাসিক রোমান্সে ব্যবহৃত প্রাচীন শব্দের অর্থ, ৪. তাঁর বহু পরিচিত উপন্যাসের নানা তথ্য, ৫. ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা বিষয়ক লেখকের বিবিধ মন্তব্য এবং ৬. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সাহিত্যিক সম্পর্কে লেখকের মূল্যবান মতামত। এই কাজের উদ্দেশ্য আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিসরে ব্যক্তি শরদিন্দু, লেখক শরদিন্দু ও সমালোচক শরদিন্দুর একটি সামগ্রিক পরিচয়ের আভাস দেওয়ার চেষ্টা।

শরদিন্দুর প্রতি ভালোলাগা দেখে আমার গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে মহাশয়। তিনিই আমার গবেষণা কর্মের নির্দেশক। প্রয়োজনীয় মতামত দিয়ে, ভুল-ত্রুটি শুধরে দিয়ে ও সামগ্রিকভাবে সঠিক দিশা দেখিয়ে গ্রন্থ প্রকাশে আমায় তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আর এই গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি আমার স্যার ড. লায়েক আলি খান মহাশয়ের। যাঁর সুচিন্তিত ও সুগভীর পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। স্যারকে আমার প্রণাম জানাই। বর্তমান সময়ের মেধাবী কথাসাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দ এই গ্রন্থ সম্পর্কে নিজের উপলব্ধির কথা লিখিতভাবে আমায় জানিয়েছেন এবং সেই লেখা এই গ্রন্থের 'পূর্বাভাস' হিসেবে ছাপার পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশে সবসময়ের জন্য পাশে থেকেছেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার পিএইচ. ডি. গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. সন্দীপকুমার মণ্ডল মহাশয়। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও অভিবাদন।

এছাড়াও শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই আমার সেইসমস্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু, সহকর্মীবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীদের, যাঁরা সবসময় আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিয়ে গেছেন। বই প্রকাশের ব্যাপারে যে তিনজনের কথা বিশেষভাবে বলতেই হয় তাঁদের একজন আমার দিদা, একজন আমার সহধর্মিনী ও আরেকজন আমার ভাই। এঁদের ভালোবাসার কাছে আমি সবসময় ঋণী। এই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্স। প্রকাশনা কর্তৃপক্ষকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

মে, ২০২৪
গোপ প্যালেস, মেদিনীপুর

ড. সেখ সাবির হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজা নরেন্দ্রলাল খান উইমেন্স কলেজ (অটোনোমাস)
Email : sabbirhossen92@gmail.com

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ :

১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ- জুন, ২০১৭।

২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (প্রথম খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭৭, চতুর্দশ মুদ্রণ- ১৩৮৮।

৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭৮, দ্বাদশ মুদ্রণ- ১৩৮৮।

৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (তৃতীয় খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮০, নবম মুদ্রণ- ১৩৮৮।

৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (চতুর্থ খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৪, অষ্টম মুদ্রণ- ১৯৮১।

৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (পঞ্চম খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮২, সপ্তম মুদ্রণ- ১৩৮৮।

৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (ষষ্ঠ খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৬, সপ্তম মুদ্রণ- ১৯৮২।

৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (সপ্তম খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৭, ষষ্ঠ মুদ্রণ- ১৯৮২।

৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (অষ্টম খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৮, অষ্টম মুদ্রণ- ১৯৮৪।

১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (নবম খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮০, সপ্তম মুদ্রণ- ১৯৮৪।

১১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (দশম খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮২, ষষ্ঠ মুদ্রণ- ১৯৮৫।

১২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (একাদশ খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৬, অষ্টম মুদ্রণ- ২০০০।

১৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস (দ্বাদশ খণ্ড), শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৯৪, চতুর্থ মুদ্রণ- ১৪০৭।

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা) :

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫০।

২. অজিতকুমার ঘোষ, বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬৭।

৩. অজিত দত্ত, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬০।

৪. অজয়কুমার ঘোষ, সাহিত্য জিজ্ঞাসা : বস্তুবাদী বিচার, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯১।

৫. অজয় দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), ভূতেরা সব এইখানে, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫।

৬. অনিল বিশ্বাস, বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪১।

৭. অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৭।

৮. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭।

৯. অমিতাভ দাস, আখ্যানতত্ত্ব, ইন্দাস, কলকাতা, ২০১০।

১০. অরবিন্দ সামন্ত, সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহসের সাহিত্য, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।

১১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৪, চতুর্থ সংস্করণ-২০০৫।

১২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর : ১৮৯১–১৯৯০), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫।

১৩ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্যে জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪।

১৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৫।

১৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে (বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪।

১৬. অলিভা দাক্ষী, বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, সুবর্ণেরখা, কলকাতা, ২০০১।

১৭. অশোককুমার মিশ্র, সাহিত্যের রূপরীতি কোষ, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ১৯৯৭।

১৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯।

১৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি, দে'জ, জানুয়ারি ২০০৮।

২০. উদয়কুমার চক্রবর্তী, বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ, শ্রী অরবিন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৮।
২১. কান্তি গুপ্ত, বাংলা গদ্যের রূপরীতি (উনিশ শতকের শেষার্ধবর্তী), ইন্দুপ্রভা, কলকাতা, ১৯৮৪।
২২. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৫, চতুর্থ সংস্করণ- ২০০৭।
২৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৩৮৮।
২৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৯৭৪।
২৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, রমনীয় শরদিন্দু, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৪০৮।
২৬. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০০০।
২৭. গৌতম গুহরায় (সম্পা.), ভাষা সংবেদন ও নির্মাণ, বইওয়ালা, কলকাতা, ১৪১৪।
২৮. জগদীশ ভট্টাচার্য, আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৪।
২৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, কল্লোলের কাল, কথাশিল্পী, কলকাতা, ১৯৭৩।
৩০. জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প নিয়ে সাহিত্য নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪।
৩১. তপোধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন, মহাজাতি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০।
৩২. দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।
৩৩. দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ উপন্যাস ও ছোটগল্পের রূপভেদ, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ২০০৩।
৩৪. দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১।
৩৫. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২।
৩৬. ধীমান দাশগুপ্ত, চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ, বাণী শিল্প, কলকাতা, ১৯৮৩, চতুর্থ সংস্করণ- ২০০৩।
৩৭. ধীমান দাশগুপ্ত, সিনেমার ভাষা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৪১০।
৩৮. নবেন্দু সেন, বাংলা সদ্য স্টাইলিস্টিকস্, মহাদিগন্ত (২য় সং.), দ. ২৪ পরগণা, ২০০১।
৩৯. নিতাই বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, ২০০৬।
৪০. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৫৬।
৪১. পবিত্র সরকার, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২।
৪২. পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, (দ্বিতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ),

জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৮।

৪৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অভিজিৎ মজুমদার, বাংলা সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।

৪৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯।

৪৫. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, ড. উমা ভট্টাচার্য, আধুনিকতার রূপপ্রতিমা, ডি.এন. পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯১।

৪৬. প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৭।

৪৭. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪০২।

৪৮. বিনতা রায়চৌধুরী, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৭।

৪৯. বিবেক সিংহ, গোয়েন্দা গল্পের শৈলী, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, ২০০২।

৫০. বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পা.), শৈলীচিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৩।

৫১. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯।

৫২. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিবেক, গ্রন্থমেলা, কলকাতা, ১৯৭৬।

৫৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথা সাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২।

৫৪. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ছোটগল্পে ত্রয়ী, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, ২০০০।

৫৫. বীতশোক ভট্টাচার্য, কথাজিজ্ঞাসা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৪।

৫৬. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫।

৫৭. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২।

৫৮. ভূদেব চৌধুরী, ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪, তৃতীয় মুদ্রণ- ২০০০।

৫৯. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬২।

৬০. রণেন্দ্রনাথ দেব, বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়, বুক ল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৪।

৬১. রথীন্দ্রনাথ রায়, ছোটগল্পের কথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৫৯, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৬।

৬২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের একদিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৫১।

৬৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্যের স্বরূপ, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬৪।

৬৪. শিশিরকুমার দাশ, বাংলা ছোটগল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৩।

৬৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬।
৬৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা, মহাজাতি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৫৩।
৬৭. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ, বিশ্বাস বুক, কলকাতা, ১৩৮৫।
৬৮. সরোজমোহন মিত্র, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭।
৬৯. সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮।
৭০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ- ১৩৮৬।
৭১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৫, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮৩।
৭২. সুদীপ বসু, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭।
৭৩. সুব্রত সেনগুপ্ত, দেড়শো বছরের (১৮০১ – ১৯৫০) বাংলা সাময়িক পত্রে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ, ঊষা, কলকাতা, ২০১০।
৭৪. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।
৭৫. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বাংলা সমালোচনা পরিচয়, এ মুখার্জি এণ্ড কোম্পাণী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৬।
৭৬. স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০।
৭৭. সোহারাব হোসেন, বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪।
৭৮. সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৭১।
৭৯. হরপ্রসাদ মিত্র, সাহিত্য-বিচিন্তা, এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৩৬৮।
৮০. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪০২, তৃতীয় সংস্করণ- ১৪০৬।

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি) :

১. Abrams, M. H., A Glossary of Literary Terms (7th Ed.), Thomson Asia Pvt. Ltd., Singapore, 1999.
২. Allen, Grahalm, Intertextuality, Routledge, London, 2000.
৩. Chatman, Seymour, Story and Discourse : Narrative Structure in

Fiction and Film, Cornel University Press, New York.

৪. Crystal, David and Derek Devy, Investigating English Style, Longman, New York, 1992.

৫. Halliday, M. A. K. and Hasan, Ruqaiya, Cohesion in English, Longman, London, 1980.

৬. Hough, Graham, Style and Stylistics, Routledge, London, 1969.

পত্র-পত্রিকা :

১. আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন ২০০১।

২. আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক সংবাদপত্র), ১২ নভেম্বর ২০০৬।

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক সংবাদপত্র), ২৩ মার্চ ২০১২।

৪. আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক সংবাদপত্র), ২৫ মার্চ ২০১২।

৫. কড়ি ও কোমল, শতবর্ষে শরদিন্দু, শারদ সংখ্যা ১৪০৬।

৬. কড়ি ও কোমল, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৯।

৭. কোরক : সাহিত্য পত্রিকা, বিশেষ মূল্যায়ন সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৪।

৮. কোরক : সাহিত্য পত্রিকা, শরদিন্দু সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৬।

৯. দ্য টেলিগ্রাফ (দৈনিক সংবাদপত্র), ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

১০. দ্য টেলিগ্রাফ (দৈনিক সংবাদপত্র), ১৪ মার্চ ২০০৯।

১১. দেশ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

১২. দেশ, অপ্রকাশিত গল্প (শরদিন্দু), ২ অক্টোবর ২০০৩।

১৩. দেশ, শরদিন্দু ১০০, আগস্ ১৯৯৯।

১৪. বর্তমান (দৈনিক সংবাদপত্র), ২৬ মার্চ ২০০৬।

১৫. বর্তমান (দৈনিক সংবাদপত্র), ২৩ মার্চ ২০০৮।

১৬. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১।

১৭. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্বিংশতিতম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৬।

১৮. বিভাব, মে ১৯৮৭।

১৯. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা- ৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।

২০. সংবাদ প্রতিদিন, ৬ মার্চ ২০১১।

২১. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১–৪ সংখ্যা, ১০৩ বর্ষ, শ্রাবণ ১৪০৫।

২২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১–৪ সংখ্যা, ১০৪ বর্ষ, পৌষ ১৪০৬।

২৩. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সত্যান্বেষী শরদিন্দু, শারদ সংখ্যা ১৪১০।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রোমাঞ্চের ভাষ্যবীতি

AMITRAKSHAR PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534
website.: www.amitrakshar.co.in
Email.: amitraksharpublishers@gmail.com
Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata - 700068
City Office: Maghlaya Apartment, Dum Dum, 6 Jossore Road, Kolkata - 700028
Phone :. 9735768900

website.: www.amitrakshar.co.in
Price: ₹ 350.00
ISBN: 978-93-6008-327-4
9 789360 083274
(Hardback)